নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭-২০১৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

সন্তু হালদার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: AOOHI0200420

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুদীপ সুন্দর দাস

অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭- ২০১৭)

সারসংক্ষেপ

খেলাধুলা মানব জীবন তথা সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি মানব সমাজে তার পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে কিছু খেলাধুলা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। মানব সমাজের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল খেলাধুলা। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাধুলা গুলি ছিল বিনোদনের অঙ্গ কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের স্থানে প্রাধান্য পাই প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে পেশাদার গোষ্ঠী ও পেশাদারী সংগঠন গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি মানব সমাজে কিছু খেলাধুলার প্রচলন থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেও একটি অঞ্চলের মানব সমাজে প্রচলিত খেলাধুলা অপর সমাজে প্রসার লাভ করে থাকে। সমগ্র বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে দিয়েই প্রধানত ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলি সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে। সম্রাজ্য স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপীয় খেলাধুলাগুলি কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসক প্রভুদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীতে তা উপনিবেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্য প্রসার লাভ করে। এমনকি উপনিবেশ গুলির উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরাই প্রথম ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের মতো শ্রেণী স্বার্থই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলি সমগ্র বিশ্বের উপনিবেশ গুলিতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও তা ক্রমশ স্থানীয় ঔপনিবেশিক সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত হয় এবং অনেক খেলাধুলায় ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতীয়তাবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও উপনিবেশ গুলিতে ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলি প্রচলিত থেকে যায়। বর্তমানে ফুটবল, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্স সহ বিভিন্ন যে সমস্ত খেলা গুলি কে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, সেগুলির অধিকাংশই উৎপত্তি ঘটেছে ইউরোপীয় দেশ গুলিতে এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

সময়ের বিবর্তনে সামাজিক চলমানতাই ইতিহাস রচনার উপজীব্য এবং দেশ ও কাল কে কেন্দ্র করে রচিত হয় ইতিহাস। খেলাধুলা প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ থাকলেও ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তি অপেক্ষাকৃত নবীন এক বিষয়। বিংশ শতকে ইতিহাস

চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের যে প্রচেষ্টা তারই ফল স্বরূপ মানব কর্মকাণ্ডের বিচিত্র ক্ষেত্রগুলি ইতিহাস রচনার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে ইতিহাস রচনা ক্রমশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকে পরিচালিত হয়। আর এরই সঙ্গে ইতিহাস রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে আসে খেলার ইতিহাস রচনার এক নব্য ধারা। খেলাধুলার সামাজিক ইতিহাস কে গুরুত্ব দিয়ে এই যে ইতিহাস রচনা, তার সূচনা ঘটেছিল ব্রিটেনে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরবর্তীতে তা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও ভারতীয় সমাজে খেলাধুলার ভূমিকা কে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ক্রিকেট ও ফুটবলের মত জনপ্রিয় খেলাধুলা গুলির সর্বভারতীয় স্তরে ও প্রাদেশিক স্তরে প্রভাব বিষয়ে একাধিক ইতিহাস রচিত হতে থাকে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে ধারক সমাজের যে বৈশিষ্ট্য গুলি প্রকাশ পায় সেগুলি ইতিহাস রচনায় স্থান পেতে থাকে। ভারতবর্ষে খেলার যে ইতিহাস রচনা সেখানে প্রাথমিক প্রাধান্য ছিল সামগ্রিকতায় অর্থাৎ ক্রিকেট বা ফুটবলের মত যে সমস্ত খেলাধুলা গুলির সর্বভারতীয় উপস্থিতি রয়েছে সেগুলির সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের ইতিহাসই ঐতিহাসিকদের রচনায় মুখ্য স্থান পেয়েছে। এই সামগ্রিকতায় অনেক সময় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গুলির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে খেলাধুলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বিশেষ লক্ষ করা যায় না। আবার প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় স্তরের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক কাহিনীগুলির যথার্থ বর্ণনা তুলে ধরা সম্ভব হয় না। অথচ জেলাগুলিরও রয়েছে অনন্য কাহিনী যা একমাত্র তুলে ধরা সম্ভব জেলা ভিত্তিক খেলার ইতিহাস রচনার মাধ্যমে। আর আঞ্চলিক ইতিহাস সমৃদ্ধ হলে তা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকতার ইতিহাসকেও পুষ্ট করে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জনপদ হলো নদীয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে নদীয়া প্রসিদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এক সমৃদ্ধ জেলা। প্রথাগত ইতিহাস চর্চাই নদীয়া জেলার ধর্ম, সংস্কৃতি, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা হলেও জেলার ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে গবেষণা সে অর্থে হয়নি। নদীয়া জেলার একটি সুদীর্ঘ ক্রীড়া ইতিহাস রয়েছে। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের যথার্থ ঐতিহাসিক ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করাই গবেষণা সন্দর্ভটির মূল উদ্দেশ্য।

জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখেই গবেষণার সময়কাল হিসেবে ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ ১৯৬৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অধীনস্থ স্টেডিয়াম যা কৃষ্ণনগরে অবস্থিত তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ২০১৭ সালে ভুবনেশ্বরে আয়োজিত এশীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে জেলার মেয়ে দেবশ্রী মজুমদার সোনা জেতেন। এক্ষেত্রে খেলাধুলা বলতে প্রধানত পাশ্চাত্য খেলাধুলা অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর মতো খেলা গুলি যেগুলি কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়ে থাকে সেগুলিকে বোঝানো হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম থেকেই নদীয়া জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলির প্রচলন ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি প্রসারের ক্ষেত্রে জেলার স্কুল ও কলেজগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসার লাভ করে বিশেষত জেলার যুব সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জেলার যুব সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য খেলাধুলায় কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত রেখে তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে জেলা স্তরে একটি ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলে নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia Sporting Association) নামে যার মাধ্যমে জেলার পাশ্চাত্য খেলাধুলা প্রথম একটি সাংগঠনিক রূপ পায়। এইভাবে জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি প্রচলনের পর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পাশ্চাত্য খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে জেলায় গড়ে উঠেছে একাধিক ক্রীড়া সংগঠন ও ক্লাব এবং জেলার বহু অধিবাসী খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছে। আর উক্ত সময়কালের মধ্যে জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র গবেষণা কার্যটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। গবেষণার সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় হিসেবে ভূমিকাতে সন্দর্ভের কাঠামোটি বর্ণনা করা হয়েছে। গবেষণা

সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সমস্যা, নির্ধারিত সময়ের যৌক্তিকতা, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার প্রশ্নাবলী, গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, গবেষণার পদ্ধতি এবং অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খেলার সংজ্ঞা, ইতিহাস চর্চা ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খেলার ইতিহাস রচনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খেলা বা ক্রীড়া বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ উক্ত বিষয় সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন মনোবিদ, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকরা খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তুর প্রসারণ ঘটেছে যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় তার কালানুক্রমিক বর্ণনা এবং বিদেশী ও ভারতীয় ক্রীড়া ঐতিহাসিকদের রচনা সম্পর্কে প্রাথমিক বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে খেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক ভাবনা, কূটনীতি ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন রূপের যে প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে খেলাধুলার ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতে প্রচলিত খেলাধুলা গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। ভারতে খেলাধুলার ধারাবাহিক ইতিহাস কে ঐতিহাসিক কালানুক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করে প্রতি যুগে প্রচলিত খেলাধুলা গুলির সুচারু বর্ণনা এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে নতুন নতুন খেলার প্রচলন ঘটেছে সেই বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত ব্রিটিশদের আগমনের মাধ্যমে কিভাবে ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলি ভারতে প্রচলিত হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অনীহা ও ইউরোপীয় খেলাধুলা গুলি মূলত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি কিভাবে ভারতীয় সমাজের এক জনপ্রিয় অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত হলো তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে যেহেতু সেই ভৌগোলিক অঞ্চলটি হল নদীয়া জেলা, তাই চতুর্থ অধ্যায়ে নদীয়া জেলার একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক

বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। নদীয়া জেলার নামের উৎপত্তি, প্রাচীন যুগ থেকে জেলার অতীত ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, ভৌগলিক সীমানা, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল,সামাজিক পরিমণ্ডল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান, স্বাধীনতা উত্তর কালে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ক্রীড়া পরিমণ্ডল- এর মত বিষয়গুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জেলায় কিভাবে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে এবং এই পর্যায়ে খেলাধুলা গুলির মধ্যে যে শহরকেন্দ্রিকতা লক্ষ করা যায় তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস আলোচনা করতে হলে জেলার সমস্ত ক্রীড়া সংগঠনের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে জেলার সর্বোচ্চ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association)- এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় এবং এই সংগঠনের ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে গবেষণার সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে। জেলায় খেলাধুলার প্রসার এবং রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিখ্যাত দলগুলির খেলা জেলায় আয়োজন করার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। খেলার মাঠ কে বাংলাদেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যে ব্যবহার করার যে নজির জেলা ক্রীড়া সংস্থা রেখেছে তার এবং মূলত একটি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে অবদান রেখেছে তার নানা দিক এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে নদীয়া জেলার বাসিন্দা একাধিক খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক যারা রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ক্রীড়া প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন তাদের এবং জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য তৃণমূল স্তরে যে ক্লাব গুলির দ্বারা পরিচালিত হয় সেই ক্লাবগুলোর মধ্যে যারা জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়টিতে জেলার ক্রীড়া বিবর্তনের ধারা, জেলায় খেলাধুলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠনে সম্প্রদায়গত ও লিঙ্গভিত্তিক অংশগ্রহণ, জেলায় অ্যাথলেটিক্সের জনপ্রিয়তা ও বিশেষত মহিলাদের অ্যাথলেটিক্সে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অষ্টম তথা গবেষণা সন্দর্ভের শেষ অধ্যায়ে সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহারের মধ্যে দিয়ে গবেষণা সন্দর্ভটির স্বরূপ দেখানো হয়েছে ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: খেলা বা ক্রীড়া, ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা, নদীয়া জেলা, নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, ক্লাব, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর **গবেষকের স্বাক্ষর**